R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
টেলিফোন : ৩৪-১৫৩২
ব্লকমেকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পাণ্ডত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭শে চৈত্র, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
১০ই এপ্রিল, ১৯৭৪ সাল।

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

শিক্ষা বাঁচাও, যুব সংগ্রাম কমিটি রাজ্যের উন্নয়নমুলক কাজে বাধা দেবে

রঘুনাথগঞ্জ, ৫ই এপ্রিল—শিক্ষা বাঁচাও এবং যুব সংগ্রাম কমিটি হাসপাতাল, সেতু, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজে বাধা দেবে—শিক্ষা বাঁচাও, যুব সংগ্রাম কমিটির ডাকে; শ্রীহাবিবুর রহমান, এম, এল, এ-র সভাপতিত্বে আজ ম্যাকেঞ্জী পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে এই কথা বলেন পঃ বঙ্গ শিক্ষা বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক শ্রীনির্মলেন্দু ভট্টাচার্য্য। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজে বাধা দিয়ে যে অর্থ উদ্‌বৃত্ত হবে তা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে এবং দাম কমাবার চেষ্টা করতে হবে। শ্রীভট্টাচার্য্য আরও বলেন, বর্ত্তমানে শাসক কংগ্রেসকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(১) নেতাজী, গান্ধীজীর আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে যাঁরা দেশের মঙ্গল চান (২) যাঁরা সভা-সমিতিতে এসে সরকারের সমালোচনা করেন অথচ সাধারণ লোকের সাথে যোগাযোগ করেন না (৩) যাঁরা কংগ্রেসের তকমা এঁটে খদ্দর পড়ে কেবল নাম নিতে চান (৪) মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিসহ বিভিন্ন সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসে যাঁরা কংগ্রেসে আশ্রয় নেন এবং দলের ভাবমূর্ত্তি নষ্ট করেন (৫) যাঁরা কংগ্রেসের নামাবলী গায়ে দিয়ে লাইসেন্স, বাসরুট ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করতে চান এবং দেশ শোষণ চালান। যুব সংগ্রাম এবং শিক্ষা বাঁচাও কমিটি ১ম শ্রেণীর কংগ্রেসের আদর্শে এগিয়ে যাবে।

তিনি বলেন, বিগত কয়েক বছরে রাজ্যে বন্যা, খরা, শরণার্থী ত্রাণ ইত্যাদির জন্য যে অর্থ নৈতিক চাপের সৃষ্টি হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধির জন্য আমরা সরকারকে দায়ী করতে পারি না। সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীআবদুল বারি বিশ্বাস, এম এল, এ; যুবনেতা শ্রীরথীন ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

ডাক ও তার মাশুল বাড়লো

সরকারী নির্দ্দেশমত ১৯৭৪-৭৫ আর্থিক বছরের জন্য ডাক ও তার মাশুলের হার হবে নিম্নরূপ। এই হার চালুর তারিখ সম্বন্ধে সরকারী নির্দ্দেশ পরে ঘোষিত হবে।

খাম—প্রথম ১৫ গ্রাম—·২৫ পঃ তৎপরবর্ত্তী প্রতি ১৫ গ্রাম—১৫ পঃ লেটার কার্ড—·২০ পঃ, পোষ্ট কার্ড—·১৫ পঃ, রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড—·৩০ পঃ, পার্শেল—প্রতি ৫০০ গ্রাম—১·৫০ পঃ, রেজিষ্ট্রেশন্ ফি—১·২৫ পঃ, তার মাশুল—প্রথম ৮ শব্দ—১·৫০ পঃ, সাধারণ—পরবর্ত্তী প্রতিশব্দ—·১৫ পঃ জরুরী সাধারণ তারের দ্বিগুণ।

ফরাক্কায় উড়ন্ত চড়কী

ফরাক্কা ব্যারেজ—'ফ্লাইং সোসার' বা উড়ন্ত চড়কীরূপে একে একে আশার চড়কী উড়ে এসেই সরে যাচ্ছে কখন উত্তরে, কখনো দক্ষিণে কখনো বা মাঝ পথেই পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ফরাক্কার মাটিতে পড়ছে না তেমন জুত করে। পঃ বঙ্গের মন্ত্রী শ্রীজ্ঞানসিং সোহন পাল গত বছর একটি চড়কী ছেড়েছিলেন 'ইনল্যাণ্ড হারবার পোরট' নাম দিয়ে। তার স্তিমিত ছটা দেখা দিয়েছিল ক্ষণেকের তরে, তবে জানা গেল, সেটির আলো এখনো জোরদার না হলেও মেণ্ট্‌ল লাগান হচ্ছে জোরগাড়া। সিংজীর হাতেই আছে, সময় এলেই জোরদার পাম্প লাগান হবে। দেরী আছে, ১৯৮০র আগে হয়তঃ হচ্ছে না।

নিরোধরূপী চড়কী ফরাক্কায় নামতে নামতেই পথ পরিবর্ত্তন করে কেরালায় গিয়ে পড়েছে। একটি মোটাতাজা সোসার ছেড়েছেন পঃ বঃ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন বাইশ কোটি পাওয়ার দিয়ে। নাম তার টায়ার টিউব মার্কা সোসার। ছেড়ে-দেয়া চড়কী কোথায় পড়বে তার স্থান মালিকদের জানা। জনসাধারণ জানে না। ফরাক্কার দিকে ধাবিত দেখলে চট করে এখানে জানান দরকার, সে যেই দেখুন।

গন্ধমাদনরূপী আর একটি ইনফ্রা-ষ্ট্রাকচার ১৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্নকারী তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র চার হাজার কোটি পাওয়ার দিয়ে উৎক্ষিপ্ত হবার খবর এসেছে দিল্লী উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে। পঃ বঙ্গের অবজারভেটারি থেকে গণিখান চৌধুরী তার ইসারা পেয়েছেন বলে জানালেন হালফিল বক্তৃতায়। তবে জানতে দেরী আছে মাত্র এক আনা। কেন না তিনি জেনেছেন পনেরো আনা বলে জানালেন অর্জ্জুনপুরে।

তিনি আরও জানিয়েছেন যে, কেন্দ্রের উৎক্ষিপ্ত ১২০ মেগাওয়াট শক্তিধারী তাপ বিদ্যুৎ চড়কী ছাড়া হয়েছে ফরাক্কার দিকে। গণি সাহেব হাত বাড়িয়ে আছেন খেজুরিয়া ঘাটে শ্লো ল্যাণ্ডিং করানোর জন্য। আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান চাকরী প্রার্থী বেকারগণ উদ্বেলিত হৃদয়ে চড়কী ছাড়ার নাম শুনেই আসমানের দিকে তাকিয়ে আছেন, 'হবে ছেলে বলবে বাপ, সেই আশাতেই বসে থাক' আশার ছলনায়। কিন্তু 'আমারে লয়ে কি খেলা খেলিছ শ্যাম' এ নিদারুণ খেদোক্তি ফরাক্কার। লুকোচুরি খেলা চলেছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারদ্বয়ের মধ্যে। উভয়ের পলিসি "আপ আগাড়ি উঠিয়ে," আর একজনের "আপ আগাড়ি উঠিয়ে"। মাঝে থেকে ট্রেণ ছেড়ে চলে যাবার হাল হবে ফরাক্কার। পর্ব্বতের মুষিক প্রসব হবে হয়তঃ শেষ পর্য্যন্ত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
স্বর্ণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

। সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

॥ সুভাষ সরণী ঃ শুভ ইঙ্গিত ॥

গত ২রা এপ্রিল জঙ্গিপুর পৌরসভার সম্মতিক্রমে স্থানীয় যুবক সংঘের উদ্যোগে সদরঘাট সংলগ্ন কারমাইকেল রোডের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'সুভাষ সরণী' নাম রাখার অনুষ্ঠানটি হইয়া গেল। পৌরপতি শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় সুভাষ সরণীর আবরণ উন্মোচন করেন। জঙ্গিপুর পৌরসভার এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। স্মরণ থাকিতে পারে যে, ইতঃপূর্বে বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে সরাইখানার সম্মুখস্থ রাস্তার নাম বিবেকানন্দ সরণী হইয়াছে। এই দুই সুকৃতির জন্য সংশ্লিষ্ট ক্লাব দুইটিকে এবং জঙ্গিপুর পৌরসভাকে সান্তর ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাইতেছি।

এই শহরের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটিতেছে। রাস্তাও বাড়িয়াছে। বালিঘাটা, ফাঁসিতলা, সদরঘাট, কাপড়পট্টি, চাউলপট্টি, বাজারপাড়া, দরবেশপাড়া, ডোমপাড়া, ফুলতলা, হাসপাতাল, ব্যারেজ কলোনী, হরিদাসনগর, নীলরতন কলোনী, গোডাউন কলোনী, আমবাগান কলোনী প্রভৃতি অঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে রাস্তার সংখ্যাও বাড়িয়াছে। এই সব রাস্তার নামকরণ অবশ্য প্রয়োজন। শুধু ডাক বিলির জন্যই নয়, বাহিরের লোকের নির্দিষ্ট ঠিকানার সন্ধান পাইবার জন্যও বটে। এখানকার ক্লাবগুলি একের পর এক প্রস্তাব করিবেন এবং পৌরসভা তাহাতে সম্মতি দিবেন—ইহা অপেক্ষা পুরসভাই স্ব উদ্যোগে রাস্তার নামকরণ করিলে ভাল হয়। এই কাজের প্রচার ব্যাপারে আমরা যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছি।

এই শহরে অন্যতম দরকারের কথা আমরা পূর্বে লিখিয়াছিলাম। সেটি হইতেছে ম্যাকেঞ্জী পার্ক-এর অতীত শ্রী ফিরাইয়া আনা। শহরটির শ্রী সম্পাদন করিতে হইলে ম্যাকেঞ্জী পার্ক-এর নবীকরণ যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ভাগীরথীর উভয় তীরে অবস্থিত শহর দুইটিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং নর্দমা নির্মাণ ও সংস্কারের। এইগুলির বাস্তব রূপদানে শহর দুইটি বিশেষ মর্যাদায় মণ্ডিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্থানীয় যুবসমাজ এবং পৌরকর্তৃপক্ষ যে গঠনমূলক কাজে হাত দিয়াছেন, তাহা এখানকার ভবিষ্যৎ কল্যাণের সূচনা করিতেছে। আলোচ্য রাস্তাদুইটির উপযুক্ত স্থানে মহান্ বঙ্গসন্তানদ্বয়ের আবক্ষ মর্মরমূর্ত্তি স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে লওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করিতেছি।

নিঃসঙ্গ বুধ

জ্যোতিষতত্ত্বে গ্রহসমূহের নানা গুণাগুণ বর্ণিত আছে। তাহাদের শুভাশুভ দৃষ্টি বিচারে কেহ শুভকারী, কেহ বা অশুভ গ্রহ। কাজেই জাতকের উপর গ্রহবৈগুণ্য দেখা দিলে গ্রহশান্তি, রত্নধারণ ইত্যাদি ব্যবস্থা দেওয়া হয়। তত্ত্বটি বিমূর্ত্ত, তবু বহুজনের বিশ্বাস ইহাতে আছে। সে বিশ্বাসের মূল্য থাক বা নাই থাক, জীবনের বন্ধুর পথে নানা বিপত্তি-অশান্তি মনকে যখন বিপর্যস্ত করিতে থাকে, তখন এই বিশ্বাসই মানুষকে সংসারযাত্রায় একটি মানসিক প্রস্তুতি দান করে। জ্যোতিষে বুধকে বালকভাবসম্পন্ন বলা হয়। অপর কোন গ্রহের প্রভাবে সে সহজেই প্রভাবিত হয় এবং সেইভাবে জাতকের উপর দৃষ্টি দেয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা ভিন্নরূপ। গ্রহগুলি এক নয় এবং গ্রহদের স্বভাবগুণের কথা ইহাতে নাই। অসীম মহাশূন্যে যে অজস্র জ্যোতিষ্ক বিরাজ করিতেছে, তাহারই তথ্যাহরণ ইহার মূল কথা। নয় সদস্যবিশিষ্ট আমাদের সৌরপরিবারে বুধ অবস্থানের দিক দিয়া প্রথম। মহাকাশের অচিন্ত্য ব্যাপির মাঝে এই নয়টি গ্রহ 'কোটিকে গুটিক'। পণ্ডিতেরা বলেন, প্রত্যেক গ্রহের এক বা একাধিক চাঁদ বা উপগ্রহ আছে। বুধ গ্রহের চাঁদ সংখ্যা একটি। কিন্তু সম্প্রতি মারকিন মহাকাশ ও মহাকাশ পরিক্রমা সংস্থা 'ম্যারিণার-১০' এর আল্ট্রা ভায়োলেট স্পেকট্রোমিটার প্রেরিত বিভিন্ন ছবির মারফৎ জ্ঞাত হইয়াছেন যে, বুধ গ্রহের কোন চাঁদ নাই; যাহাকে তাহার সঙ্গী বলিয়া মনে করা হইত, সে নাকি বহুদূরস্থিত এক নক্ষত্র।

মহাকাশের অকল্পনীয় বিস্তৃতির একটি নগণ্য অংশে অবস্থিত এই বুধ সূর্যের নিকটতম হইয়া তাহার সৃষ্টিকাল হইতে প্রচণ্ড দাহনজ্বালা ভোগ করিয়া আসিতেছে। এই দাবদাহে তাহার ব্যথার ব্যথী কেহ নাই। চতুষ্পার্শ্বস্থ বিভিন্ন আলোকবর্ষের দূরত্বে থাকিয়া অজস্র নভোচরের কেহই বুধের নিঃসঙ্গতা দূর করিতে স্বেচ্ছাদুর্ভাগ্য বরণ করিতে রাজী হয় নাই। সীমাহীনতার মাঝে অনন্তকালের স্বজনরহিত বুধ আলেকজাণ্ডার শেলকার্ক-এর ন্যায় স্বরাট্ পাইলেও ঘুঘুর ডানা চাহিতেছে কিনা 'ম্যারিণার-১০' এর যন্ত্রে তাহার সন্ধান মিলে নাই। জ্যোতিষতত্ত্বের বালসুলভচঞ্চল এবং জ্যোতির্বিদ্যার আলোকে সাথীহারা বুধ পৃথিবীর মানুষের সহানুভূতিপ্রত্যাশী—'ম্যারিণার-১০' সে সম্ভাবনা আনিয়া দিয়াছে।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

প্রেক্ষাগৃহে অব্যবস্থা

মহাশয়,

আমি রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের প্রেক্ষাগৃহ দু'টির বিভিন্ন অসুবিধার কথা বহুল প্রচারিত জঙ্গিপুর সংবাদের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে চাই।

প্রথমেই যা লক্ষ্য করেছি তা হ'ল জঙ্গিপুরের গণেশ প্রেক্ষাগৃহে মেয়েদের নিশ্চিন্তে বসে ছবি দেখা সম্ভব নয়। বর্ত্তমান বিদ্যুৎ সঙ্কটের ফলে ছবি চলাকালীন যখন তখন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে ঐ প্রেক্ষাগৃহে বিকল্প কোন আলোর ব্যবস্থা না থাকায় মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব বোধ হয়। এক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের আসনের ব্যবধানের স্বল্পতাও অনেকাংশে দায়ী।

দ্বিতীয়তঃ পেছনের আসন থেকে সামনের আসনের নির্দ্দিষ্ট দূরত্বের কথা প্রেক্ষাগৃহের আইনে থাকলেও রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের প্রেক্ষাগৃহ দু'টি আসনের দূরত্ব সংকুচিত করেছে। তাছাড়া এই প্রেক্ষাগৃহ দু'টির আসনের ব্যবস্থাও আরামপ্রদ নয়। দর্শকদের ঠকিয়ে পয়সা নিতেও প্রেক্ষাগৃহের পরিচালকদের নীতি বোধে আটকায় না। ছায়াবাণী সিনেমায় ফোন করে ছবির ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করেন না এবং মাঝে মধ্যে বিনা নোটীশে ছবি প্রদর্শন বন্ধ রেখে দর্শকদের হয়রাণ করতে দেখা যায়।

দর্শকদের স্বাচ্ছন্দ্য প্রমোদের ব্যবস্থার জন্য প্রেক্ষাগৃহ দু'টির পরিচালকমণ্ডলী, জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক এবং স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থাধিকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রিতা মণ্ডল, রঘুনাথগঞ্জ

অবহেলিত ডাকঘর

অরঙ্গাবাদ, ৯ই এপ্রিল—পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টের উর্দ্ধতন কর্মীদের এতে কিছু যায় আসে না। কথাটা সত্যি কিনা প্রমাণ করতে হলে আসতে হবে অরঙ্গাবাদ ডাকঘরে। বেলা ১০টা বাজতে না বাজতেই মানুষের ভীড়। ডাকঘরে দু'জন করণিক বর্ত্তমান। কিন্তু মাসের মধ্যে বিশ দিনই একটি চেয়ার ফাঁকা থাকে। একজন করণিকের পক্ষে সমস্ত কাজ তাড়াতাড়ি করে ওঠা সম্ভব হয় না। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রাত্যহিক কর্মযজ্ঞে বিরত থেকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বহুজনকে। মাঝে মাঝে করণিকের সাথে জনগণের বাক্‌বিতণ্ডা হয়। করণিক মশাই তাঁর নিরুপায়তার কথা বলেন। কিন্তু আজকে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রশ্ন কেন এই গাফিলতি? সংবাদে প্রকাশ দীর্ঘদিন যাবৎ নাকি এই ডাকঘরে একজন করণিকের চেয়ার খালি পরে আছে।

গমের ফলন একরে ৩৩ ৪৮ কুইন্টাল

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই এপ্রিল—রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর গ্রামের সৌরীন্দ্রপ্রসাদ সিংহরায় ফার্টিলাইজার করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার প্রদর্শন ক্ষেত্রে তাঁর জমিতে উচ্চ ফলনশীল গমের চাষ করে প্রতি একরে ৩৩ কুঃ ৪৮ কেজি গম ফলিয়েছেন। ঐ গ্রামের অপর একজন কৃষক সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহরায় প্রতি একরে ২৫ কুঃ ৩২ কেজি উচ্চ ফলনশীল গম ফলিয়েছেন। উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে এঁদের নীট লাভ হয়েছে যথাক্রমে ৪,০৭৬ টাকা এবং ৩,২০০ টাকা। উন্নতমানের উৎপাদন ঐ এলাকার চাষীদের উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

Application are invited within 17. 4. 74 for empanelling names of teachers for stipendiary and primary schools for the year 1974-75 on Govt. scales of pay. Preference will be given to rate-payers.

Dr. Gouripati Chatterjee,
Chairman,
Jangipur Municipality

জমি বিক্রয়

সাগরদীঘি থানার পোপাড়া মৌজার পোপাড়া গ্রামের পাশেই ৬৫ শতক আমন জমি বিক্রয় আছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দে
সাং চক্ সিরাজদৌলা রোড
পোঃ ও জেলা মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞপ্তি

মোঃ জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মিসকেস নং ৩০/৭২

দরখাস্তকারী—শ্রীরবি ঘোষ দিং সাং ব্রাহ্মণটুলি থানা রঘুনাথগঞ্জ

অপর পক্ষ—শ্রীমুক্তিপদ পাঁড়ে দিং

সাং সাহাজাদপুর মধুবন আখড়া পোঃ তেঘরি

যেহেতু জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে ৪৩/৭১ মনি মোকর্দ্দমার ৬/৩/৭২ তাং প্রচারিত একতরফা ডিক্রী রদ ও রহিত জন্য উক্ত দরখাস্তকারীগণ দেঃ কাঃ আঃ ধারার ৯ রুল ১৩ মতে এক ছানীর মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। তাহাতে অপর পক্ষগণ উপস্থিত না হইয়া পুনঃ পুনঃ নোটিশ জারী এড়াইতে থাকায় দেঃ কাঃ আইনের ধারার ৫ রুল ২০ মতে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, মোকর্দ্দমার কোন কারণ দর্শাইতে হইলে আগামী ১৯৭৪/২৩/৪ তাং বেলা ১০টার সময় প্রতিপক্ষগণ হাজির হইয়া উপযুক্ত কারণ দর্শাইবেন, অন্যথায় প্রতিপক্ষগণ অসাক্ষাতে উক্ত মোকর্দ্দমা এক তরফা শুনানী হইবে।

By Order of the Court
26.3.74 Sd/- B. Lala, Sheristadar,
1st. Munsif's Court, Jangipur.

আইন অমান্য আন্দোলন

রঘুনাথগঞ্জ, ৯ই এপ্রিল—খাদ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির ছাত্র ফেডারেশন (এস, এফ, আই) শাখার আইন অমান্য আন্দোলনে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে দু'জন ছাত্রীসহ একষট্টি জন ছাত্র গ্রেপ্তার বরণ করেন গত ৪ঠা এপ্রিল। পরে তাঁদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়। ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, গ্রেপ্তারের সময় ছাত্রদের উপর পুলিশ লাঠি চালায়। পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

আজ একই দাবিতে ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে যে ছাত্র ধর্ম্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল তার বিরোধিতা করে গতকাল ছাত্রপরিষদের একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে। আজ স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যথারীতি খোলা ছিল এবং শান্তিভঙ্গের আশংকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।

বিজ্ঞপ্তি

মোং জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

O. S. No. 5/74

জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালতের এলাকাধীন ধুলিয়ান Municipality এর অন্তর্গত ধুলিয়ান শহর নিবাসী মৃত হরলাল রজকের পুত্র গোপেশ্বর রজক থানা সমসেরগঞ্জের এলাকাধীন মৌজে লালপুর মধ্যে ১৭৬৪/৪১৩৮ নং দাগের ৯ শতক ভূমি মায় তদুপরিস্থিত গৃহাদিতে মালিকানা থাকা সাব্যস্তে এবং উক্ত দাগের দক্ষিণ সংলগ্ন প্রকারে অবস্থিত পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা ৪১৩৯ নং দাগের রাস্তা as member of General Public দখল ভোগ করা অধিকার থাকা সাব্যস্তে নালিশী মৌজার ১৭৬৪/৪১৩৬ নং দাগের উপর অবস্থিত জৈন মন্দিরের সম্পাদক মদনলাল জৈন বা কেহ যাহাতে ১৭৬৪/৪১৩৮ নং দাগের ভূমি বা ৪১৩৯ নং দাগের রাস্তার উপর কোন প্রকার প্রাচীর উত্তোলন করিতে না পারেন বা বাদীপক্ষের বাস বাটীর দক্ষিণ দিকে কোনভাবে কোন প্রকার অবরোধ সৃষ্টি করিতে না পারেন তন্মর্ম্মে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় ধুলিয়ান জৈন মন্দির পক্ষে সেক্রেটারী মদনলাল জৈনকে শ্রেণীভুক্ত করতঃ দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের Order R. ৪ মতে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালতে ১৯৭৪ সালের ৫নং অন্য প্রকার এক মোকর্দ্দমা আদালতে দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় স্থানীয় জনসাধারণ পক্ষে যে কেহ ইচ্ছা করিলে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইল।

By Order of the Court,
28.2.74 Sd/- K. R. Kar, Sheristadar,
2nd. Munsif's Court, Jangipur.

সাগরদীঘির গ্রামে সংঘর্ষ

৯ জন আহত, ১৭ জন ধৃত

সাগরদীঘি—এই থানার দুইটি গ্রামে দুইটি সংঘর্ষের খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রথমটি ঘটেছে বিয়ে ভাঙ্গানোকে কেন্দ্র করে এবং দ্বিতীয়টি গরু-মোষ দিয়ে জমির গম খাওয়ানোকে কেন্দ্র করে। আহত হয়েছে ৯ জন, গ্রেপ্তার হয়েছে ১৭ জন।

গত ১২ই মার্চ হাজিপুরে জনৈকার বিয়ে ভাঙ্গানোকে কেন্দ্র করে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে বন্দুকের ছররায় একজন আহত হয়। ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত ২৯ মার্চ ছামুগ্রামের এক-দল গোয়ালা গরু-মোষ দিয়ে জমির গম খাওয়াবার চেষ্টা করলে হরহরির একদল চাষী বাধা দেয়। ফলে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষের সময় লাঠি, বল্লম ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় এবং উভয় পক্ষের চারজন করে ৮ জন আহত হয় বলে প্রকাশ। এখানে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আত্মহত্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ই এপ্রিল—গত ৫ই এপ্রিল নিস্তা গ্রামের ভাগীরথী নামে এক নরসুন্দর রমণী ট্রেনে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করে। তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আত্মহত্যার কারণ অজ্ঞাত।

সরকারী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই এপ্রিল—গতকাল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে কয়েক দফা দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে রাজ্যের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে এখানেও বিভিন্ন সরকারী সংস্থার কর্ম্মীরা ধর্ম্মঘট পালন করেন। প্রায় সংস্থায় বেশীর ভাগ চেয়ার ফাঁকা দেখা যায়।

আমাদের প্রচেষ্টায় জঙ্গিপুর পৌরসভা রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট থেকে ভারতী প্রেস পর্য্যন্ত রাস্তার নাম 'সুভাষ সরণী' রাখায় আমরা পৌর কর্ত্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

চিত্তরঞ্জন দাস, সম্পাদক
যুবক সংঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্র
ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিভাগ।

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন—আর, জি, জি ১৯

ফরাক্কার চালচিত্র

চঞ্চল সরকার

(ভ্রমণরত বিশেষ প্রতিনিধি)

ফরাক্কা—ফরাক্কার মাটিতে পা রাখতেই দুটি চিত্র পরিস্ফুট হল আমার কাছে। একটির প্রভাব পড়েছে এখানকার গ্রামে গ্রামে গত ২২ মার্চ্চের বন্‌ধ বিরোধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ঘরে ঘরে, প্রতিটি গ্রামে একটি মাত্র আলোচ্য বিষয় ওই বন্‌ধের দিনের ঘটনায় পুলিশের আর ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অতীত আর বর্ত্তমান ভূমিকার কার্য্যকলাপ। যে ঘটনাকে প্রথমে মনে করা হয়েছিল একটি গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং অনেকে চিহ্নিতও করেছিলেন ব্যক্তি স্বার্থের অনুকূলে ফতোয়া দিয়ে, কিন্তু আসরে নেমে রাত না পোয়াতেই যে চিত্র ফুটে উঠেছে, দেখা যাচ্ছে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। অনেকেই সংশ্লিষ্ট প্রচার যন্ত্রের প্রচারে বাইরে থেকে দেখে তেমন আমল দেননি। বর্ত্তমান দৃশ্যপট দ্রুত চলমান। নিয়তই দানা বাঁধছে। যা দেখছি এবং শুনছি তাই লিখছি।

বহুদিনের ধূমায়িত বহ্নি আজ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাইরে ফুটে বেরিয়েছে। অন্ন বস্ত্রের এবং অভাবের জালে আবদ্ধ প্রতিটি পরিবারেই এক কথা এখানে—"বঞ্চিত হয়েছি; হচ্ছি এখনও, আমাদের ন্যায্য দাবী থেকে। এর সুরাহা চাইই চাই।" তাই গ্রামে গ্রামে বেকার যুবকদের প্রচার চলেছে, বেকারদের চাকুরী দিতে হবে স্থানীয় বাঁধ প্রকল্পে ইত্যাদি। এখানে বলে রাখা ভালো যে, স্থানীয় বলতে শুধু ফরাক্কার কয়েকটি গ্রামের কথা নয়। স্থানীয় বলতে বোঝাচ্ছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের অধীনস্থ এলাকা যেমন, ফরাক্কা, সমশেরগঞ্জ, সুতী, রঘুনাথগঞ্জ এবং সাগরদীঘি থানা এলাকা তৎসহ মালদার কালিয়াচক। এর পরেই গঠিত হতে চলেছে মুর্শিদাবাদ-মালদা জেলাদ্বয়ের কনফেডারেশন। উদ্যোক্তা লোকসভার সদস্য হাজি লুৎফল হক স্বয়ং। তাঁর মতে, অন্যান্য সমস্যাসহ তিনি স্থানীয় যুবকদের বেকার সমস্যা নিয়েও মত্ত থাকবেন। এতে যদি ভেসে যায়, যাক ভেসে সুনামের ভেলা। এই মাসের মাঝামাঝি ফরাক্কায় এক বিরাট সমাবেশ ঘটবে তাঁর নেতৃত্বে। ডাক দিয়েছেন দু'জেলার যুবকদের এবং সমস্ত স্তরের লোকেদের। সেখানে জানাবেন তাঁর বক্তব্য।

দ্বিতীয় চিত্র, ইনজিনীয়ার বনাম ইনজিনীয়ারদের নীরব লড়াই। কেন্দ্রীয় আর রাজ্য সরকারের। যেতে যেতে পঃ বঃ রাজ্য সরকারের ৩৭ জন বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন পদের ইনজিনীয়ার এখনো এখানে কর্মরত হাওলাৎ করা নীতির মাধ্যমে। এখানে হালের কর্ম বিরতির দিনগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নিযুক্ত প্রযুক্তিবিদদের প্রমোশন দিয়ে হাওলাতিদের শূন্যস্থান পূরণ করে দেয়া হয় ১৯টিতে। জেনারেল ম্যানেজারের পদটি পূর্ণ করা হয় শ্রীজে, এন, মণ্ডলকে দিয়ে দু'দিনে দুটি পদে প্রমোশনে। তিনি ছিলেন নির্বাহী বাস্তকার। এক সোমবার অধীক্ষক বাস্তকার, তার পরদিন মঙ্গলবার জেনারেল ম্যানেজার। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে চুক্তির মাধ্যমে মীমাংসা হবার পর ধর্মঘটি বাস্তকারগণ কাজে ফিরে দেখেন তাঁদের চেয়ার বেহাত। দু'কুল যাবার অবস্থা। ১৮ জনের (তাঁরা সহকারী বাস্তকার) শূন্য পদ পূরণ হলো। কিন্তু জেনারেল ম্যানেজার শ্রীদত্ত সহ অন্যান্য ১৮ জন গদিচ্যুত। অসামরিক অভ্যুত্থান যাকে বলে। শুধু তাই নয়—দু'জন গদিচ্যুত বাস্তকারকে পিছলা তারিখ দেখিয়ে এখান থেকে রিলিজ করে দেয়া হয়েছে। তাঁরা এখন 'দোভাপাতে'। অন্যান্য হাওলাতি বাস্তকারদের ভাগ্যেও ওই একই খাড়া ঝুলছে হয়তঃ। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আপাততঃ বিশেষ দলের চক্রান্তে পড়েছেন। যাকে বলে একেবারে ব্যুরোক্র্যাট বনাম টেকনোক্র্যাট। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সৌজন্য বোধও বিদায় নিয়েছে। দিল্লীওয়ালা সংশ্লিষ্ট বিভাগ এ রকম এক সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কর্মবিরতির সুযোগটি কাজে লাগিয়ে এবার খেলা জমাতে সুরু করেছেন।

১ম পৃষ্ঠার পর **[শিক্ষা বাঁচাও, যুব সংগ্রাম কমিটি]**

শ্রম দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রদীপ ভট্টাচার্য্য বলেন, ভাল কাজ করতে গেলে অশুভ শক্তি আমাদের বাধা দেয়। দলের কোন কর্মী, যাঁরা নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের হয়ে খেটেছেন, তাঁদের বাড়ীতে মজুত উদ্ধার করতে গেলে আমাদের বিরোধিতা করছেন। অসৎ লোকদের ধরতে গিয়ে আমরা দেখছি যে তারা এমন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে, যেখানে আমাদের করার কিছুই নাই।

জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ান (আই, এন, টি, ইউ, সি)-এর পক্ষ থেকে ন্যায্য মজুরী, পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা ইত্যাদি পাঁচ দফা দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি রাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। তিনি বলেন, সারা রাজ্যে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরী প্রতি হাজারে পাঁচ টাকা করার এক প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল কিন্তু এক শ্রেণীর বিড়ি মালিক সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে ইনজাংশান জারী করেছেন। তিনি পাঁচ টাকা মজুরী নির্দ্ধারণের প্রতিশ্রুতি দেন।

ন্যায্যমূল্যে কাপড় বিক্রয়

অরঙ্গাবাদ, ৯ই এপ্রিল—গত কয়েক দিন হতে অরঙ্গাবাদ প্রাইমারী কনজুমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড কর্ত্তৃক ন্যায্যমূল্যে ধুতি, শাড়ী, মার্কিনথান, সার্টিং ইত্যাদি শেয়ারহোল্ডার ও রেশন কার্ড হোল্ডারদের বিক্রয় করা হচ্ছে। ন্যায্যমূল্যে কাপড় বিক্রয়ে বিশেষ করে গরীব জনসাধারণ ভীষণ-ভাবে উপকৃত হচ্ছেন। সোসাইটির সম্পাদক শ্রীকমলাকান্ত ঘোষালের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, ব্যাপকহারে কো-অপারেটিভ সোসাইটি কর্ত্তৃক কাপড় বিক্রয় হলে গরীব মানুষের খুব উপকার হয়। সোসাইটির আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে শ্রীঘোষাল জানান, পূর্ব্বের চেয়ে সোসাইটির অবস্থা অনেক ভাল এবং আশা করছি শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ বিতরণ করা সম্ভব হবে।

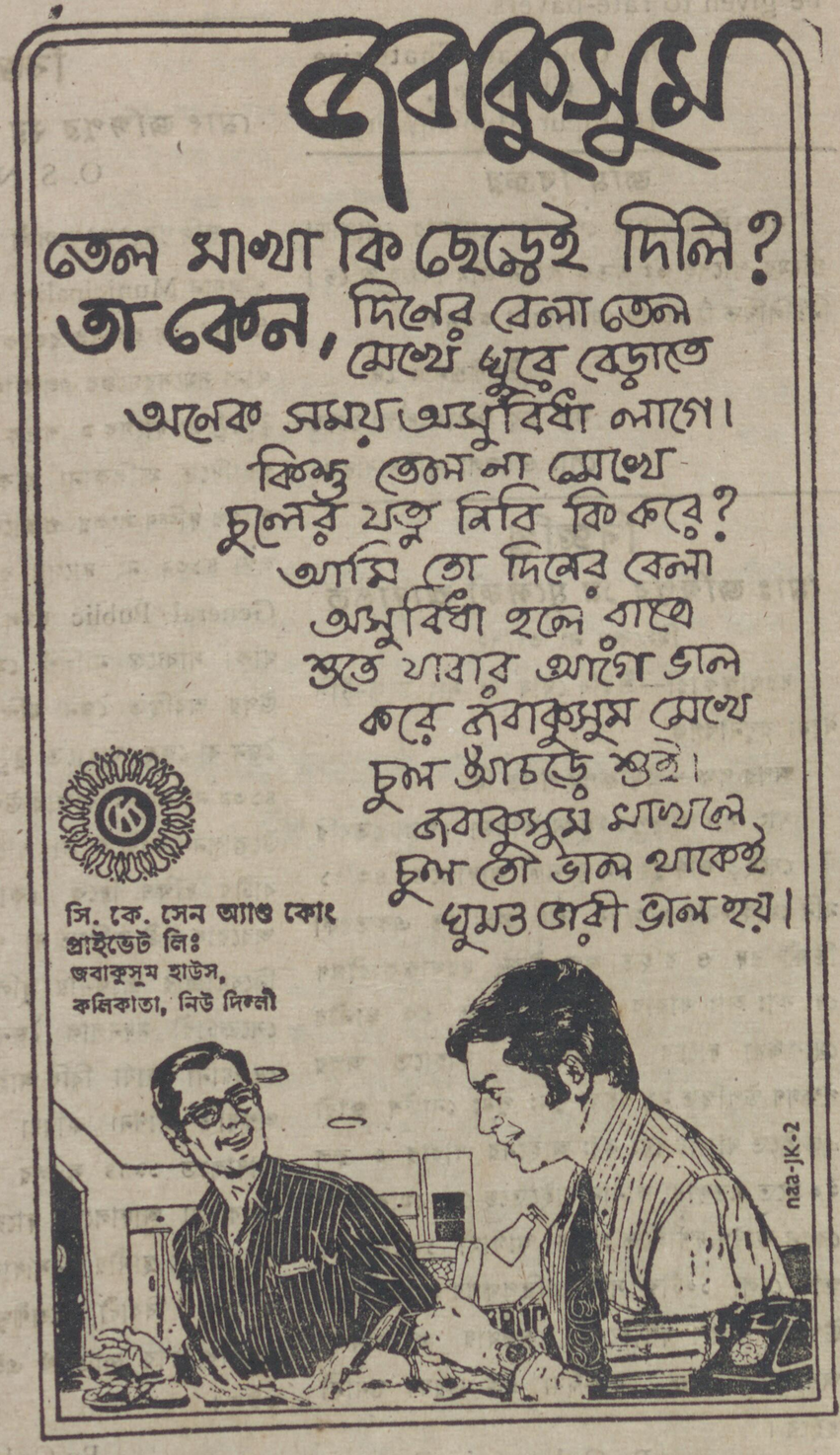

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।